

ইউজ আসিফ (পর্ব ১)

মরিয়মের পুত্র যীশু (আঃ) ইউজ আসিফ নন ...

এটা কাদিয়ানীদের বিশ্বাস যে ঈসা ইবনে-মরিয়ম (আঃ) মারা গেছেন এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার স্থান গ্রহণ করেছেন। একই সাথে কাদিয়ানী সম্প্রদায় আরো বিশ্বাস করে যে মৃত যীশু (আঃ) - এর সমাধি শ্রীনগরের কাশ্মীর মহল্লা খান ইয়ারে অবস্থিত।

(রুহানী খাজাইন, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৪)

আমি কার সমাধি সম্পর্কে বলব? কে ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঈসা নাম দিয়েছিলেন এবং সর্বোচ্চ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে এটি যীশুর সমাধি?

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দুর্গ যে বিশ্বাস ও সমাধিতে দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, এটি যীশুর সমাধি, এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যীশুর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, আজ আমরা কেবল এই ধারণাটি ভুল প্রমাণ করব না, বরং আমরা সম্পূর্ণরূপে এটি ধ্বংস করব, ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে মরিয়মের পুত্র যীশু পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম উম্মাহর এই বিশ্বাস যে যীশু পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কাদিয়ানীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে যীশু পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুরআনে যীশুকে তাঁর মায়ের নাম সহ অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, ঈসা ইবনে-মরিয়ম, মসিহ ইবনে-মায়াম। পবিত্র কুরআনও যীশু ও মরিয়মের সত্যিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং "উম্মে সিদ্দিকা" এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছে। কুরআনে যীশুর মায়ের নামে সুরা মেরিয়াম-ও রয়েছে।

কাশ্মীরে মির্জা গোলাম কাদিয়ানির একজন শিষ্য ছিলেন। মির্জা যখন যীশুর মৃত্যুর তত্ত্বটি দিয়েছিলেন অর্থাৎ যীশু মারা গেছেন, তখন শিষ্য মির্জার কাছে একটি চিঠি লিখে এই চিঠিতে বলেছিলেন: এখানে একটি দীর্ঘ সমাধি রয়েছে; এটি মুসলমানদের ছোট ছোট কবরের মতো নয়; এটি একটি দীর্ঘ কবর, তাই লোকেরা এটিকে যুবরাজ ইউজ-ই-আসিফ নামে স্মরণ করে। কিছু লোক বলে যে তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন, অন্যরা বলে যে তিনি নাকি আল্লাহর সন্ত এবং 'আবদাল' ছিলেন, তাই লোকেরা তাকে এ জাতীয় নামে ডাকে, তবে তার নাম ছিল যুবরাজ ইউজ-ই-আসিফ। তবে সে আরো বলেছিলেন: কিছু লোক এটিকে নবী (আঃ)- এর সমাধি বলে থাকেন তবে বেশিরভাগ মানুষ এটিকে যুবরাজ ইউস-ই-আসিফ নামেই জানে। সুতরাং, মির্জা

কাদিয়ানির পক্ষে এটি একটি ভাল সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি এই ধরনের একটি কবর দেখেছিলেন। তিনি এই সমাধিকে যীশু (আঃ) এর সমাধি বানানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। এবং মির্জা এই চিঠিতে লেখা শব্দগুলিকে পরিবর্তন করে এই সমাধিকে একটি পবিত্র সমাধি বলে অভিহিত করে: "আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে এই সমাধিটি যীশু (আঃ) এর অন্তর্গত।" এর জন্য মির্জা কাদিয়ানির শিষ্য, আবদুল্লাহ কাশ্মীরি খুব বিরক্ত হয়েছিল যে: মির্জা এই চিঠিতে যা লিখেছেন এবং আমি লিখেছি বলে দায়ী করেছেন তা আমি মির্জা কাদিয়ানিকে লিখিনি। তাই তিনি বলেছিলেন, "এই মির্জা কাদিয়ানী হচ্ছে তথাকথিত প্রতিশ্রুত মসীহ, এটিকে একটি জগাখিচুড়ি মনে হচ্ছে।" যাইহোক, তিনি যখন নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে মির্জা কাদিয়ানী প্রকৃত মসীহ নন, আবদুল্লাহ কাশ্মীরি মির্জা কাদিয়ানির প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করেছিলেন এবং তখন তিনি একজন মসীহ চেয়েছিলেন, তাই তিনি ইরানের অভ্যন্তরে গিয়ে বাহাই-আল্লাহ-ইরানীর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন প্রতিশ্রুত মসীহ। তিনি যখন বাহাই-আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে একটি ছোট পত্রিকা লিখেছিলেন, এবং সেই পত্রিকার মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন: "সমস্ত কাদিয়ানী এবং আহমাদীদের কাছে, এটিই আমার মূল চিঠি যা আমি মির্জা কাদিয়ানিয়াকে লিখেছি; এখন আপনি যদি তাঁর বইয়ে মির্জা কাদিয়ানির লেখা চিঠির সাথে এর তুলনা করেন, আপনি জানতে পারবেন যে মির্জা কাদিয়ানী আমার প্রতি কতটা ভুল বিষয় দায়ী করেছেন।"

মির্জা কাদিয়ানী তাঁর শিষ্য আবদুল্লাহ কাশ্মীরীর একটি চিঠি এবং যিশুর সমাধির প্রমাণ হিসাবে একটি বই "আইন-উল-হায়াত" উদ্ধৃত করেছেন।

(রুহানী খাজাইন, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১, রাজ-ই-হকীকাত ১৮-১৯)

আল্লামা মুহাম্মদ বাকির মজলিসী শিয়ার একজন মহান ইমাম ছিলেন। "রুহ-উল-হায়াত" হচ্ছে তাঁর বই এবং এই বইয়ের উর্দু অনুবাদ শিরোনাম হলো "আইন-উল-হায়াত"।

(রুহ-উল-হায়াত, উর্দু অনুবাদ আইন-উল-হায়াত, আল্লামা মুহাম্মদ বাকির মজলিসির লেখা)

"আইন-উল-হায়াত" বইটিতে ব্রুহর এবং ইউজ-ই-আসিফের গল্প বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি সম্পর্কে, মির্জা কাদিয়ানী ১৪তম খণ্ডের ১৭০নং পৃষ্ঠায় "রুহানী খাজাইন" এর রাজ-ই-হকীকাত শিরোনামে লিখেছেন যে ব্রুহর এবং ইউজ-ই-আসিফের এই গল্পটি সত্য।

মির্জা বলেছেন,"এর মধ্যে অনেক গল্প রয়েছে, তবে সেগুলি বাজে এবং অশ্লীল, শুধুমাত্র এই গল্পটিই হচ্ছে সত্য।" বাকি গল্পগুলো থাকুক, চলুন দেখি মির্জা কাদিয়ানী যা বলেছেন তা সত্য কিনা এবং এর সাথে আমরা আরো দেখবো যে মির্জা কাদিয়ানী তাঁর বইতে কোথায় এই সত্যটি লিখেছেন বা মিথ্যার মাধ্যমে লিখেছেন। হে কাদিয়ানীরা, কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের দেখাতে চাই। বেশ, বইটিতে আরো বলা হয়েছে:"লেখক স্বীকার করেছেন যে এই নবী ছিলেন একজন পর্যটক এবং রাজপুত্র, যিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। আপনার বাড়ীতে এমন একটি শিশুকে আমন্ত্রণ জানান যে কিনা খানিকটা চৌকস এবং জিজ্ঞাসা করুন, হে পুত্র! রাজপুত্র কাকে বলা হয়? প্রকৃত রাজপুত্র কে? শিশুটি বলবে যে, রাজার পুত্রকে রাজপুত্র বলা হয় এবং রাজার মেয়েকে রাজকন্যা বলা হয়। সবাই এটা জানে। অবশ্যই মির্জা কাদিয়ানির জানা উচিত ছিল যে রাজপুত্র কী?

আমি এই গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। লিখিত আছে যে ইবনে বাববিয়া (রহঃ) মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে ভারতে একজন রাজা তার রাজ্যে খুব জাঁকজমকভাবে বাস করতেন। তিনি তার নিজের আত্মার উপাসক এবং প্রেমিক ছিলেন, পৃথিবীর প্রতিটি মন্দ বিষয় তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল, তিনি প্রতিমা উপাসনা করতেন, মানুষের সাথে তিনি যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করতেন, তিনি ছিলেন বিলাসবহুল, তিনি অনৈতিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। যারা তাঁর প্রশংসা করতেন তাদের সাথে তিনি ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু বহু বছর ধরে তার কোনো পুরুষ সন্তান ছিল না, অর্থাৎ তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তবে বহু বছর পরে রাজার একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তিনি এটা ভেবেছিলেন যে তিনি যে পুরস্কারটি পেয়েছেন তা হচ্ছে সেই প্রতিমাগুলির কারণেই। রাজা তার ছেলের নাম রেখেছিলেন ইউজ-ই-আসিফ। তিনি জ্যোতিষীদেরকে ডেকেছিলেন যারা কিনা তাদের শিল্পে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজাকে বলেছিলেন,"এই শিশুটি খুব ভাল, সম্ভ্রান্ত ও পুণ্যবান হবে; তিনি অনেক লোককে সৎকর্মের দিকে নিয়ে আসবেন; শিশুটি শুধু এই পৃথিবীতেই উন্নত ও মহিমাম্বিত হবে না, বরং পরকালের ধর্মীয় নেতাও হবেন। তারপরে হাকিম ব্রুহার নামে এক ব্যক্তি রাজপুত্রের সাথে দেখা করলেন, যিনি একজন সম্ভ্রান্ত তপস্বী, ধর্মপ্রাণ এবং পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। রাজকুমার তার অধীনে কিছু ধর্মীয় বিষয় শিখেন। এখন ব্রুহার তাকে ধর্ম শেখায়। ২০ থেকে ২৫ পৃষ্ঠাগুলিতে বলা হচ্ছে যে রাজপুত্র তার কাছ থেকে ধর্ম শিখেছেন।

এই বইটি আমাদের জানায় যে ইউজ-ই-আসিফের বাবা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতারা! ইউজ-ই-আসিফ নামের এই ছেলের প্রতি আমাদের কোনো আপত্তি নেই, বড় হয়ে সে

ইমাম, সাধু, কুতুব, কিউবদাল, নবী বা আল্লাহর রাসূল হয়ে উঠলেও তিনি মরিয়মের পুত্র যীশু (আঃ) হতে পারেন না। পবিত্র কুরআন মতে যীশু (আঃ) এর কোনো পিতা নেই। তা সত্ত্বেও, মির্জা কাদিয়ানী এমন এক ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন ঈসা ইবনে-মরিয়ম হিসাবে যার বাবা উপস্থিত আছেন। এটি কুরআনের বিরোধী।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: "আমি ঈসা ইবনে-মরিয়ম -কে শিখিয়েছি।"

(তিনি তাকে বই ও প্রজ্ঞা এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখিয়ে দেবেন। আল-ইমরান: ৪৯)

(যখন আমি আপনাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখিয়েছি। আল-মাইদা: ১১১)

ইউজ-ই-আসিফ হচ্ছে রাজার পুত্র, যাকে মীর্জা ঈসা হিসাবে উপস্থাপন করছেন। স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে তিনি হাকিম ব্রুহারের অধীনে দ্বীন শিখেছেন, যেখানে কিনা আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনে বলেছেন: "আমি ঈসা ইবনে-মরিয়ম -কে শিখিয়েছি", সুতরাং এটি কুরআনের পরিপন্থী।

মির্জা কাদিয়ানী "রুহানী খাজাইন" এর ১৪নং খণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা হলো: "যীশু ক্রুশ থেকে নেমে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।" মির্জা "রাজ-ই-হাকিকাত" -য়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালার ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন: (তাকে হত্যা করাও হয়নি, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করা হয়নি -আন-নিসা: ১৫৭)

মির্জা বলেছেন যে যীশু (আঃ) ক্রুশ থেকে নেমে এসেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে যে তাকে (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। মির্জা কুরআনের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং এটি কুরআনের সাথে সীমালঙ্ঘন।

মির্জা কাদিয়ানী "রুহানী খাজাইন" এর ১৭তম খণ্ডের ১০০তম পৃষ্ঠাতে যা লিখেছেন তা হলো: একটি বই, "ইউজ-ই-আসিফের জীবনী", যা এক হাজার বছরেরও বেশি সময় পূর্বে রচিত হয়েছে, পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে একজন নবী ইউজ-ই-আসিফ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর বইয়ের শিরোনাম ছিল "ইনজিল" (গোস্পেল)।

মির্জা কাদিয়ানী যে বইটির কথা বলেছেন সেই বইটির সম্পূর্ণ অংশ পড়ুন, এতে কোনো ধরণের "ইনজিল" এর উল্লেখ নেই। মির্জা কাদিয়ানী বলেছেন যে একজন নবী ইউসুফ-ই-আসিফ নামে

পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর বইটির নাম ছিল "ইনজিল"। ইউজ-ই-আসিফের সাথে সম্পর্কিত এই পুরো বইয়ে "ইনজিল" শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

মির্জা, যিনি কিনা ইউজ-ই-আসিফ -কে জোর করে ঈসা ইবনে-মরিয়ম হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন এবং তিনি এটাও বিশ্বাস করেছেন যে রাজার পুত্র ইউজ-ই-আসিফ -ই হচ্ছে ঈসা ইবনে-মরিয়ম, এর মাধ্যমে তিনি পবিত্র কুরানের উপরোক্ত আয়াতগুলির বিরোধিতা করেছেন।

প্রশ্নটি আহমদিয়ার কাছে উত্থাপিত হয়েছিল যে, যখন মির্জা কাদিয়ানী এই বইটি দেখেছিলেন এবং পড়েছিলেন, তখন তিনি কি এটা পড়েন নি যে এই শিশু ইউজ-ই-আসিফের বাবা উপস্থিত ছিলেন এবং রাজা ছিলেন, তাই তাকে রাজপুত্র বলা হচ্ছে? মির্জা কাদিয়ানী তাঁর বইগুলিতে অনেক সময় "রাজপুত্র" শব্দের উল্লেখ করেছেন পর্যন্ত, তবুও মির্জা কাদিয়ানী বলছেন যে তিনি হলেন যীশু (আঃ)।

মির্জা কাদিয়ানী তার দু-একটি বই বাদে সমস্ত বইয়ে যুবরাজ ইউজ-ই-আসিফের নাম উল্লেখ করেছেন, তবে কোনো বইয়েই তিনি তাকে রাজার পুত্র বলেন নি। তিনি তাকে রাজপুত্র নবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন কারণ তিনি যদি বলেন যে ইউজ-ই-আসিফ একজন রাজার পুত্র, কেউ বিশ্বাস করবে না যে এই সমাধিটি যীশু (আঃ) এর কারণ যীশু পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখন যদি কাদিয়ানীর বিশ্বাস করে যে এই সমাধিটি যুবরাজ ইউজ-ই-আসিফ যিশুর অন্তর্গত, তবে তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁর একজন বাবাও আছেন, তাদের কুরানের বিশ্বাস অনুসরণ করা উচিত নয়। তাদের মির্জা কাদিয়ানির বিশ্বাস অনুসরণ করা উচিত, তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে ইউজ-ই-আসিফের বাবা উপস্থিত ছিলেন যে কিনা রাজা ছিলেন।

মির্জা কেন এই বিষয়গুলি আপনাদের কাছ থেকে গোপন করেছেন? যারা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ তারা কখনো কথা গোপন করে না। তারা মানুষের সামনে ধর্মের সত্য কথা বলে। তবে মির্জা কাদিয়ানী শুধুমাত্র গোপন করেছেন এমন নয়, এগুলি বানোয়াটও করেছেন। এবং যেই তাকে জোর করে মরিয়মের পুত্র যীশু বানিয়েছে এবং যে বিশ্বাস করে যে এই কবর সত্য নবী যীশু (আঃ) - এর অন্তর্গত তা সে নিজেই দেখুক আল্লাহ তাঁর প্রতি কি করবেন।

মির্জা কাদিয়ানী কি এসব পড়েনি? অবশ্যই পড়েছে, কিন্তু তবুও, এই দরিদ্র কাদিয়ানীর প্রতারণা হচ্ছে। তাদের পরামর্শদাতারা, তাদের গুরুজনরা কি এই বিষয়গুলি পড়ে নি, তবুও তাদের জানায় নি। তাদের আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমি তাদের এই বিষয়গুলি বলছি। দেখুন আপনার

বড়রা কীভাবে আপনার সাথে প্রতারণা করে এবং কীভাবে তারা আপনার সাথে মিথ্যা বলে শুধুমাত্র কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রচার করার স্বার্থে। মির্জা শুধুমাত্র নিজের কাছে সত্য হতে চেয়েছিলেন এবং আপনি এই বিষয়টি পরখও করলেন না।

ইউজ-ই-আসিফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

মরিয়মের পুত্র যিশু (আঃ), ইউজ-ই-আসিফ নন ...

আমি যখন কাদিয়ানীদের কাছে মূল ঘটনাটি প্রদর্শন করতে ইউজ-ই-আসিফের প্রথম অংশটি উপস্থাপন করেছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন অনেক কাদিয়ানী আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তারা ইউজ-ই-আসিফ নামের এই সমাধিটি নিশ্চিত করতে চায় এবং তারা আমার নিকট হতে রেফারেন্স চেয়েছেন। আরো তথ্যের স্বার্থে, হে কাদিয়ানীরা! আমি আপনাদের ভুল বিশ্বাস থেকে বের করে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি আপনারা এটি বিবেচনা করবেন।

এক রাজার পুত্র, ইউজ-ই-আসিফ নামে এক রাজপুত্রের সমাধি সম্পর্কে মীর্জা তাঁর “রুহানী খাজাইন” গ্রন্থের ১৪ খন্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় দুটি বই উল্লেখ করেছেন। প্রথম বইয়ের নাম ‘আইন-উল-হায়াত’। দ্বিতীয় বইয়ের নাম ‘কামালুদ্দিন ওয়া তামামুম’। আমি আপনাদের সামনে “আইন-উল-হায়াত” উপস্থাপন করেছি।

আমি “কামালুদ্দিন ওয়া তামামুম” নামে দ্বিতীয় বইটি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। হে কাদিয়ানীরা, মির্জা কেবল তাঁর একটি বইতে নয়, অন্য একটি বই “রুহানী খাজাইন” (খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৩৬১) - এ এই গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন। ৩৬১ পৃষ্ঠায় “আকমল-উদ-দ্বীন” শব্দটি রয়েছে। এই বইটি আরবিতে রয়েছে এবং কাদিয়ানী লোকদের দ্বারা এই বইয়ের অনুবাদটির নাম হচ্ছে “আল-হুদা”। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩। এতে মির্জা কাদিয়ানী লিখেছেন: “এটি ইস্রায়েলের একজন ভাববাদীর সমাধি যিনি একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল ইউজ-ই-আসিফ। তাঁর আসল নাম যীশু

(আঃ) এবং তিনি ছিলেন নবীদের মধ্যে একজন।“ পরের পৃষ্ঠায় কাদিয়ানী বলেছেন: এই বইগুলির একটির নাম "আকমল-উদ-দ্বীন"। তিনি আরও বলেছেন: তদুপরি, ইউজ-ই-আসিফ তাঁর বইটিকে "ইনজিল" বলে অভিহিত করেছেন। (আস্তাগফিরুল্লাহ)।

পুরো কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতে, ইউজ-ই-আসিফ হলেন যীশু (আঃ)। কাদিয়ানীরা বলে যে কেউ যদি তাদের সাথে কথা বলতে চায় তবে তাদের উচিত কুরআনের ভিত্তিতে এটি করা, সুতরাং আমরা এটি কুরআনের প্রসঙ্গে দেখি। সূরা আল-ইমরানের ৪৯ নং আয়াতের অনুবাদ দেখুন। মির্জা তাহির আহমদের অনুবাদে: "এবং তিনি তাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা, তাওরাত ও সুসমাচার শিখিয়ে দেবেন।" যদি আপনি এর পিছনে একটি আয়াত দেখেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ (অনুবাদ)-টির সাক্ষ্য দিচ্ছেন: "সুতরাং সে বললঃ হে আমার রব, আমি কীভাবে পুত্রসন্তান পেতে পারি, কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি।" অর্থাৎ, যীশু পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং সমস্ত মুসলমানের বিশ্বাস। বিপরীতে, ইউজ-ই-আসিফ পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর বাবা ছিলেন রাজা। এজন্য তাকে রাজপুত্র বলা হয়। মির্জা কাদিয়ানী দুটি গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন এবং এ দুটি গ্রন্থেই তিনি এক রাজার পুত্রের কাহিনী ধারণ করেছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে যে যীশু (আঃ) পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যিশুর গ্রন্থটি "ইনজিল" নামে পরিচিত। কাদিয়ানীরা! আপনি কুরআন এর সাথে আছেন নাকি মির্জা কাদিয়ানির সাথে রয়েছেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় আপনাদের হাতে। মির্জা কাদিয়ানির মতে, ইউজ-ই-আসিফ হলেন একজন রাজার পুত্র যিনি হলেন যিশু এবং আমাদের মতে মরিয়মের পুত্র হলেন যীশু (আঃ)। কুরআন মরিয়মের সাথে যিশুর কথা উল্লেখ করেছে। এবং "আকমল-উদ-দ্বীন" -য়ে ইউজ-ই-আসিফের নাম তাঁর পিতা, বাদশাহর সাথে রয়েছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন আপনার দায়িত্ব। আমার কাজটি হলো আপনাকে তথ্যগুলি দেখানো এবং সত্য প্রকাশ করা।

আমি পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত উদ্ধৃত করতে চাই। আল-মাইদার ১১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আমি যখন আপনাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখিয়েছি"। আপনি যদি এই আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতের অনুবাদ দেখতে পান সেখানে লেখা আছে: আল্লাহ বলেছেন, "হে মরিয়মের পুত্র যীশু।" এখানে আল্লাহ বলেছেন ঈসা ইবনে-মরিয়ম (আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন!) ইউজ-ই-আসিফ একজন রাজার পুত্র বলেন নি। এখানে স্পষ্ট যে কুরআন যিশুকে তাঁর মা মেরির নামে স্মরণ করেছে, এটাই হলেন ঈসা ইবনে-মরিয়ম, মসিহ

ইবনে-মেরিয়াম। মির্জা কাদিয়ানী বলেছেন যে ইউজ-ই-আসিফ রাজার পুত্র। আর বিষয়টি হলো কোরআনে বা পবিত্র হাদিসে ইউজ-ই-আসিফের কোন উল্লেখ নেই। যদি আমরা কেবল উপরের আয়াত গুলো দেখি এবং মির্জা কাদিয়ানির বিশ্বাসকে দেখি তবে প্রমাণ হয় যে মির্জা হজরত ঈসা, হজরত মরিয়াম, পবিত্র কুরআন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালীকে অপমান করে কুফরী করেছেন।

এখন অন্য আয়াতটি দেখুন যেখানে আল্লাহ বলেছেন: "হে মরিয়মের পুত্র যীশু! যখন আমি পবিত্র আত্মার সাহায্যে তোমাকে সমর্থন দিয়েছিলাম তখন তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি আমার নেয়ামত স্মরণ কর। তুমি শিশু অবস্থায় মানুষের সাথে বলেছ ঠিক মধ্যবয়সে যেভাবে বলো। এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব শিখিয়েছিলাম এবং জ্ঞান দিতাম তখন তুমি মাটির পাখি তৈরি করতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তুমি তাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিতে এবং তারা পালিয়ে যেত। এবং এরপর তুমি আমার আদেশে অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীদের নিরাময় করতে, এরপর তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে জীবিত করেছ।" এই সমস্ত ঘটনা কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা (আঃ) কে দায়ী করেছেন এবং যিনি মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ), যার সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে তিনি উম্মে-সিদ্দিকা। ইহুদীরা যখন তাকে অভিযুক্ত করেছিল, তখন কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছিল যে মেরি ছিলেন সিদ্দিকা (সাধু)।

বিশেষত কাদিয়ানীরা, আপনারা যদি ইউজ-ই-আসিফকে মরিয়মের পুত্র হিসাবে পরিণত করেন এবং আপনি বিশ্বাস করেন যে ইউজ-ই-আসিফের কবরই হচ্ছে যীশুর, আস্তাগফিরুল্লাহ, তবে আমি তা ভাবতে পছন্দ করি না। মাতাল, ব্যভিচারী, মূর্তি-উপাসক এবং তার মধ্যে অনেক কুফল রয়েছে এমন একটি ব্যক্তি, মির্জা এই দুষ্ট ব্যক্তিকে (ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ) এই পবিত্র মহিলার স্বামী বানিয়েছিলেন, যার পবিত্রতার সাক্ষ্যটি কুরআন দ্বারা দেওয়া হয়েছে যথা, ব্যক্তিটি হলেন ইউজ-ই-আসিফের বাবা যিনি একজন রাজা ছিলেন। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে কবরটি যীশুর অন্তর্গত, তবে মাতাল, ব্যভিচারী বাদশাহ যিনি ইউজ-ই-আসিফের পিতা, তিনি হজরত মরিয়মের স্বামী হন।

ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন, এবং যদি আপনি রাজি না হন তবে কোনো সমস্যা নেই।

মির্জা কাদিয়ানী এই বইতে আরো বলেছেন: "এবং ইনজিলের রচয়িতা ছিলেন কেবল যীশু (আঃ)।" কাদিয়ানের ভদ্রলোকগণ, এখন আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে এই কথাটি বলছি যে বিবৃতিতে কুরআনের অবমাননা, যীশুকে অপমান করা, হজরত মরিয়মকে অপমান করা এবং

মহান আল্লাহপাককে অপমান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মির্জা কাদিয়ানী যোগ করেছেন: "তিনি তাঁর বইটির নাম রেখেছিলেন ইনজিল।" মির্জা কাদিয়ানির উদ্ধৃত দুটি বইয়ে আমরা এই বইগুলি পড়েছি, "ইনজিল" শব্দটি কোথাও পাওয়া যায়নি। মির্জা কাদিয়ানী লিখেছেন: "সুতরাং যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা ধরে রাখ এবং মিথ্যাচার ছেড়ে দাও।" কাদিয়ানিরা, এখন আপনার জন্য খুব আনন্দের বিষয় যে আমি আপনাকে যথাযথভাবে উদ্ধৃত করে সত্য প্রমাণ করেছি। আমি বলি যে মির্জার মনগড়া কথা যে ইউজ-ই-আসিফ ইনজিলের লেখক ছিলেন, তাঁর নাম ইসা ছিল এবং তিনি ছিলেন ইস্রায়েলিদের একজন, এগুলি সমস্তই স্ব-নির্মিত জিনিস, কেবল এগুলি ছেড়ে দিন কারণ মির্জা নিজেই এ পরামর্শ দিয়েছেন। যদি আপনার প্রবীণরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বলুন যে মির্জা, মশীহ নিজেই লিখেছেন যে আপনার সত্যকে ধরে ফেলতে হবে এবং যা মিথ্যা তা ছুঁড়ে ফেলা উচিত। ইনশাল্লাহ, কাদিয়ানীদের কোনো সমস্যা হবে না। যদি আপনি বাঁচতে চান, তবে কাদিয়ানের দূষিত ধর্ম ত্যাগ করুন এবং মক্কান ও মদিনান ধর্মকে গ্রহণ করুন যা মহানবী (সাঃ) প্রচার করেছিলেন।

এখন আমাদের "আকমল-উদ-দ্বীন" বইয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আসুন দেখুন এই বইয়ের ৫১৯ পৃষ্ঠায় কী উল্লেখ করা হয়েছে। এটি রাজা এবং দরবেশদের গল্প। এই গল্পটি আরবী এবং উর্দু উভয় ভাষায় রয়েছে, এবং বইটির নাম "কমালুদ্দিন ওয়া তামাআমুম"। তিনি কী ধরনের বাদশাহ ছিলেন সে সম্পর্কে আমি আগে একই গল্প বলেছিলাম, তবে এটি এই বইয়ের শিরোনামগুলিতে বলা হয়েছে। প্রথম শিরোনামটি হলো: "শঠ রাজার দুর্দশা" এবং এর পরের শিরোনামটি হলো: "রাজা সন্তানের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন"। গল্পটি উনিশ থেকে বিশ শব্দের পার্থক্য সহ উভয় বইয়ে প্রায় একই।

আমি এই গল্পটি সংক্ষেপে বলতে চাই। এমন একটি সময় ছিল যখন একজন রাজার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি তার পুরুষ বংশ নিয়ে হতাশ ছিলেন। এই শিশু এত সুন্দর ছিল যে মানবেরা কখনো এ জাতীয় শিশুকে দেখেনি। রাজা খুব খুশি হলেন। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে এই উপহারটি পূজার জন্য ব্যবহৃত প্রতিমাগুলির থেকে এসেছে। সুতরাং লোকেরা মন্দিরের নিকট তাদের বাড়িতে যা কিছু ছিল তা বলিদান করল। তাদের এক বছর উদযাপনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার ছেলের নাম রাখেন ইউজ-ই-আসিফ।

তাহলে এই দুটি বই সম্পর্কে আপনাদের আরো বলি। ঘটনাগুলি আপনার সামনে। মির্জা বইটির নাম বলেছিলেন, আমরা বইটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। এর বাইরে গিয়ে, মির্জা যদি ইউজ-ই-আসিফ নামের এই রাজপুত্রকে নবী বা রাসূল হিসাবে প্রমাণিত করেন এবং তাঁর কাছে একটি বই প্রকাশিত হয় তবে আমরা তাতে কিছু মনে করি না। এই ব্যক্তি মরিয়মের পুত্র যীশু ছাড়া আর যেকোনো কিছু হতে পারে। কারণ কুরআন ও আমাদের ধর্ম তাকে ঈসা ইবনে-মরিয়ম বলতে বাধা দেয়। আপনি যদি কুরআনে বিশ্বাস না করেন এবং মির্জা কাদিয়ানীকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁকে ঈসা ইবনে-মরিয়ম হিসাবে বিবেচনা করেন, তাহলে আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে হজরত মরিয়মের স্বামী (ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ, ঈশ্বরের নিষেধ) উল্লেখ করবেন যে কিনা রাজা হিসাবে অনেক খারাপ ছিল। তারপরে ভাবেন যে এই অসম্পূর্ণতা কতদূর যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ জাতীয় নিন্দার হাত থেকে রক্ষা করুন। হে কাদিয়ানীরা, অবশ্যই এই দুটি বই- "আইন-উল-হায়াত" এবং "কমালুদ্দিন ওয়া তামাআমুম" যেগুলোয় মির্জা কাদিয়ানী আমাদেরকে ইউজ-ই-আসিফের বিবরণ পড়তে বলেছিল তা বিবেচনা করে নিশ্চিত হোন, আমরা এই বইগুলি পড়েছি। তাদের মধ্যে ইউজ-ই-আসিফের বর্ণনাটি হলো তিনি রাজার পুত্র, সুতরাং তিনি ঈসা ইবনে-মরিয়ম হতে পারেন না।

এখানে আমি আপনাকে মির্জা কাদিয়ানির বইয়ের আরেকটি রেফারেন্স দিতে চাই। "রুহানী খাজাইন" এর ১৭তম খণ্ডে মির্জা কাদিয়ানী ইউসুফের বাবার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এ থেকে আমরা জানতে পারি যে মির্জা কাদিয়ানী পুরো ঘটনাটি জানলেও তিনি তাঁর উম্মতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এগুলি বইয়ের ১০০ ও ১০১ নম্বর পৃষ্ঠা। মির্জা কাদিয়ানী লিখেছেন: "একজন নবী ইউজ-ই-আসিফ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর বইটির নাম ছিল ইনজিল"। "ইনজিল" বইটি কার ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। মির্জা আরও বলেছেন: "আসলে, সমাধির মালিক হলেন যীশু।" এবং তিনি যোগ করেছেন: "তিনি ইউজ-ই-আসিফ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন।" এখন আসুন দেখি কাদিয়ানীদের এই বিশ্বাস কি আছে; এবং যার যার এই বিশ্বাস আছে, ঈশ্বর অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "আপনি কীভাবে একজন ব্যক্তিকে যীশু বানিয়েছেন যার বাবা ছিলেন"?

তিনি ১০১তম পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন: "সমাধির মালিক একজন ইস্রায়েলীয় রাজপুত্র নবী ছিলেন এবং তাকে একজন রাজপুত্র বলা হত, তিনি একজন রাজার অত্যাচারের কারণে কাশ্মীরে এসেছিলেন"। মির্জা কাদিয়ানীও এখানে কাদিয়ানীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মির্জা কাদিয়ানী বলেছেন: "একজন রাজার অত্যাচারের কারণে ... আস্তাগফিরুল্লাহ, ঈশ্বর ক্ষমা করুন!

কাদিয়ান ভদ্রলোক, একটু চিন্তা করুন। তিনি লিখেছেন যে একজন রাজার অত্যাচারের কারণে তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। এখানে কেন লেখা নেই যে ইউজ-ই-আসিফ তাঁর পিতা, একজন রাজার অত্যাচারের কারণে কাশ্মীরে এসেছিলেন। আমরা জানতাম, তবে মির্জা কাদিয়ানী কেন পিতাকে উল্লেখ করেন নি যে ইউজ-ই-আসিফ রাজার পুত্র, কারণ মির্জা কাদিয়ানির উদ্ভূত জানতে পারত যে এটি যীশুর সমাধি হতে পারে না। যিশু কোন পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ানীরা জানতে পারত যে মির্জা কাদিয়ানী সেখানে মিথ্যা কথা লিখেছিল। কাদিয়ান ভদ্রলোক, আপনি বই পড়েন না, তবে আপনার পালক ভাতিজা পড়েন; এবং তিনি পড়েছিলেন কারণ কাদিয়ানীরা প্রতারণিত হয়েছে এবং তাদের বড়রা এটি করেছে।

এরপরে রাজপুত্রের কী ঘটেছিল, কীভাবে তা ঘটেছিল, সেই বিশদগুলি দীর্ঘ, তবে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে আমরা তাঁর পিতাকে খুঁজে পেয়েছি এবং প্রমাণ করেছি যে তিনি মরিয়মের পুত্র যীশু নন। সুতরাং আপনি নিজেরাই ভেবে দেখবেন যে মির্জা কাদিয়ানী "ইউজ-ই-আসিফ" বইগুলিতে এত বেশি উল্লেখ করেছেন তবে কোন বইয়ে তিনি লেখেননি যে তাঁর বাবা কে ছিলেন, কোনো বইয়েই তিনি তার মা কে ছিলেন তা উল্লেখ করেননি। তবে কুরআন যীশু (আঃ) কে তাঁর মায়ের সাথে উল্লেখ করেছেন।

যীশু, মেরির পুত্র, মৃত নন

মির্জা বলেন, "ঈসা ইবনে-মরিয়ম মারা গেছেন এবং আমি তাঁর জায়গায় এসেছি।" আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: "কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে না যে তার মৃত্যুর আগে তাকে বিশ্বাস করবে না। কেয়ামতের দিন তিনি তাদের সাক্ষী থাকবেন।" (আন-নিসা: ১৫৯)

কিতাবীদের মধ্যে ইহুদীরা এখনও ঈসা (আঃ) -এর প্রতি ঈমান আনেনি তবে এখনও তাকে অভিশাপ দিচ্ছে, এবং তাদের খ্রিস্টধর্ম, খ্রীষ্টশত্রুর অপেক্ষায় রয়েছে। কিতাবের মধ্যে খ্রিস্টানরা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করে। বিশ্বাস করা মানে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাঁর উপাসনা নয়। যদি যীশু মারা গিয়েছিলেন, তবে কুরআন অনুসারে কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর আগে ঈসা মশীহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত। যীশু আসার আগ পর্যন্ত কিতাবের লোকেরা, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সকলেই যীশুকে মৃত্যুর আগে বিশ্বাস করবে।

আর যদি মির্জা মশীহ হয়, তবে মির্জার মৃত্যুর পরে এবং কিতাবীদের মধ্যে বহু বছর কেটে গেছে, এই খ্রিস্টানরা তার মৃত্যুর আগে মির্জাকে প্রতিশ্রুত মশীহ হিসাবে গ্রহণ করেনি, তবে তারা

এখনও মির্জার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। মির্জা বলেছেন: আমি প্রতিশ্রুত মশীহ। যদি এটি সত্য হয় তবে কুরআন মতে কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই মৃত্যুর আগে মির্জার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত। মির্জা কাদিয়ানির দাবী যে ঈসা ইবনে-মরিয়ম মারা গেছেন এবং তিনি তাকে (আঃ) প্রতিস্থাপন করেছেন যা কেবল মিথ্যা নয়, বরং তিনি কুরআনের কাদিয়ানির মতবাদেরও বিরোধী।

ইমান-এ-মুফাসসিল ও কাদিয়ানিরা

ঈমানের বিশদ (ঈমান-এ-মুফাসসিল) নিম্নরূপ:

"আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে এবং কেয়ামতের দিনকে এবং ঈশ্বর ভাল ও মন্দ পরিণতির স্রষ্টা এবং তিনি আমাদের মৃত্যুর পরেও জীবিত করবেন।"

এখন, যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করে বা নবীদের কোনটিকেই সত্য বলে মনে করে না বা তাদের সম্মানকে অবমাননা করে তবে সে ইসলামের ক্ষেত্রের বাইরে। মির্জা কেবল যীশু মশীহের গৌরবকে অপমান করেছিলেন তা নয়, তিনি যীশু (আঃ) সম্পর্কেও অনেক অপমানজনক লিখেছিলেন। শুধু এটিই নয়, তিনি কুরআনের বিরুদ্ধেও লিখেছেন। তাকে কোনওভাবেই নবী বা ভাববাদীরূপে বিবেচনা করা যায় না, মির্জাকে মুসলমান হিসাবে ভাবার সুযোগও নেই।

এখন হয় কাদিয়ানীদের তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করা উচিত না হয় তাদের নিজেদেরকে মুসলমান বলা উচিত নয়। বেশিরভাগ কাদিয়ানীরা মুসলমানদের প্রতি আপত্তি জানায় যে তারা যখন "কালেমা" তেলাওয়াত করে এবং নামাজ পড়েন তখন কেন তাদেরকে কাফের বলে ডাকে। আসল বিষয়টি হলো কাদিয়ানীদের বিশ্বাস ঈশ্বরের রাসূল মুহাম্মদ (সা।) এবং কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে।

এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার উপর নির্ভর করে। আমি আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা কাদিয়ানীদের মন থেকে বহু ভুল ধারণা দূর করবে। বাকিটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।

.....

الرحمن الرحيم

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত

বইয়ের নাম ইউজ আসিফ

লেখক শাম উদ্দিন

বিন্যাস এবং সারসংক্ষেপ সারফাজ আলি

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০২১

যোগাযোগ

ফোন নম্বর ০০৯২(০)৩০০৯৪৬১৬১৭

হোয়াটসঅ্যাপ ০০৯২(০)৩০০৯৪৬১৬১৭

ফেসবুক <https://www.facebook.com/shamsuddin.rb>

ইউটিউব <https://www.youtube.com/channel/UCJQmRo-xFZrlzYZwoPAdwEw>

ইমেইল shams7861971@gmail.com

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা নম্বর

ইউজ আসিফ (পর্ব ১) ১

ইউজ আসিফ (পর্ব ২) ৫

যীশু, মেরির পুত্র, মৃত নন ৮

ইমান-এ-মুফাসসিল ও কাদিয়ানিরা

৯

রেফারেন্স

১০

রেফারেন্স

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: কাদিয়ানীদের দ্বারা রচিত কুরআনের প্রতিটি আয়াতই এক নম্বর এগিয়ে। তারা ""
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" আয়াত সংখ্যা তৈরি করেছে। এবং " اَلَمْ " আয়াত সংখ্যা ২-এ পরিণত হয়েছে,
একইভাবে অন্যান্য সূরাগুলিতেও প্রতিটি আয়াতই এক নম্বর এগিয়ে থাকবে।

(কাদিয়ানি কুরআনে আয়াত নং)

(কুরআনে আয়াত নং)